দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 26.6.83 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 3 ...

066

নতুন পরীক্ষা পদ্ধতি

বেশ কিছুদিন আগে বাংলাদেশ অবজারভারে পরীক্ষা পদ্ধতি শীর্ষক একটি লেখা পড়েছিলাম। লেখক এ চিঠিতে বিভিন্ন উন্নত ও প্রগতিশীল দেশের পরীক্ষা পদ্ধতি ও আমাদের দেশের প্রচলিত পরীক্ষা সম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করেছেন। অবশেষে টাস্ক ফোর্সের নিকট কিছু প্রস্তাব পেশ করেছেন এই পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে। কিন্তু টাস্ক ফোর্স বা সরকারের শিক্ষা বিভাগের সংশ্লিষ্ট কোন কর্মকর্তার চোখে তা পড়েছে কিনা বোঝা গেল না। গত ২৭-৫-৮৩ তারিখে সারা বাংলাদেশ আবার অবজেকটিভ টাইপের প্রশ্নের পরীক্ষা চালানো হয়েছে ১৯৮৩ সনের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের উপর। শোনা যায়, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে এসএসসি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর ও এই নম্বরের কোরিলেশন দেখা। কিন্তু কথা হচ্ছে ছাত্রছাত্রীরা ঐ এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে রীতি মতো প্রস্তুতি নিয়ে। আর এ পরীক্ষা দিয়েছে বিনা প্রস্তুতিতে এবং তাচ্ছিল্য সহকারে। তাহলে কোরিলেশন কি ঠিক হবার কথা? তাছাড়া পাকিস্তান আমলে ঢাকা বোর্ড একবার এই পদ্ধতি চালু করার প্রচেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এ কথা এত তাড়াতাড়ি ভোলা তো ঠিক না।

যা হোক আমাদের কথা হচ্ছে, দীর্ঘ প্রশ্নের উত্তর পড়তে আমাদের পরীক্ষকদের অনীহা, ফলে মূল্যায়ন হয় হাতের লেখা দিয়ে। আবার অবজেকটিভ টাইপের প্রশ্ন করলে ছাত্রছাত্রীরা ভাষা শিখতে পারবে বলে আমরা মনে করি না। ফলে তাদের প্রকাশ ক্ষমতা লোপ পাবে। তাই আমরা মধ্যম পন্থা অবলম্বনের অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত জবাবের প্রশ্নের পক্ষে। এতে প্রশ্ন সংখ্যা বেশী থাকবে। কিন্তু প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর হবে তিন চারটি বাক্যে। ফলে

জনমত

পরীক্ষার্থীকে প্রতিটি গদ্য ও পদ্য এবং অন্যান্য বিষয়ের প্রতিটি অধ্যায় পড়তে হবে। পরীক্ষকের পক্ষপাতে অনীহ থাকবে না। মূল্যায়ন মোটামুটি সঠিক হবে।

দ্বিতীয়তঃ আমাদের দেশে দেখা যায়, কোন পরীক্ষার্থী দশ পেপারের এক পেপারে ফেল করলে পরবর্তী বছর তাকে পুনরায় দশ পেপার পরীক্ষা দিতে হয়। পৃথিবীর কোন দেশে এই জাতীয় অর্থের ও শক্তির অপচয়ের নিয়ম নেই। দয়া করে এই নিয়ম বিলোপ করে শুধুমাত্র ফেল করা পেপারে পরীক্ষা দেবার নিয়ম প্রবর্তন করা হোক। পূর্বে পাস করা পেপারগুলিতে প্রাপ্ত নম্বর এবং শেষে পাস করা বিষয়ের সাথে যোগ করে বিভাগ দেবার পদ্ধতি চালু করা হোক।

তৃতীয়তঃ এসএসসি থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত নিয়ম করা হোক যে কোন পরীক্ষার্থী এক পেপার দু পেপার করে পরীক্ষা দিতে পারবে। যখন সবকটি পেপার সে পাস করবে তখন তাকে পাস সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমা দেয়া হবে। এতে দেশে লেখাপড়ার হার বাড়বে। তৃতীয় শ্রেণী বা বিভাগ বিলোপ করা হোক। শুধু মাত্র প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী বা বিভাগ রাখা হোক। বিভাগ উন্নয়নের পরীক্ষা চালু রাখা হোক।

এব্যাপারে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী টাস্কফোর্স ও বোর্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—মুজতবা আলী, ১৩২, গোপী মোহন বসাক লেন, ঢাকা—১।